দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... JAN 28 1999 ... ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ .....

স্কুলের সংখ্যা কম ঃ শিক্ষক ও আসবাবপত্র সংকট

শার্শায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাহত শিশুরা চোরাচালান পেশায় নিয়োজিত

বেনাপোল অফিস ঃ সীমান্তবর্তী থানা শার্শায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আজ হুমকির সম্মুখীন। প্রয়োজনীয় শিক্ষক সংকট, আসবাবপত্র ও স্কুল স্বল্পতার কারণে এমনটি হচ্ছে। এ থানায় ১১টি ইউনিয়নে মোট জনসংখ্যা ২ লাখ ৫৮ হাজার। এখানে রয়েছে ৭৩টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। এর মধ্যে রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় ২৯টি, কমিউনিটি বিদ্যালয় ৯টি এবং স্যাটেলাইট বিদ্যালয় ১০টি। শিক্ষাবর্ষ '৯৮-এর এক জরিপে জানা যায়, এখানকার মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা ৩৮ হাজার ৭শ' ২১ জন। তাছাড়া সর্বমোট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষকের সংখ্যা ৩শ' ২০ জন। এর মধ্যে ৬৫ জন প্রধান শিক্ষক, ২শ' ২২ জন সহকারী শিক্ষক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। বাকী ৫টি প্রধান শিক্ষক ও ২৮ জন সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। এ নিয়ে কথা হয় শার্শার বেশক'জন শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের সাথে। অনেকেই অভিমত দিয়েছেন সীমান্তবর্তী শার্শা থানায় শিক্ষার মান খুব বেশী ভালো নয়। কারণ এ অঞ্চলের অধিকাংশ গরীব অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের লেখাপড়ার খরচ যোগাতে ব্যর্থ হয়ে দু'পয়সা রোজগারের আশায় প্রেরণ করছে অন্যত্র। কেউ বা ভিক্ষে করছে, কেউ বা পেটে ভাতে কাজ করছে বিভিন্ন লোকের বাসা-বাড়ীতে। সবচেয়ে আশ্চার্যজনক হলেও সত্য যে, অভিভাবকরা বেশী লাভের আশায় তাদের সন্তানদের দিয়ে চোরাচালানী পেশায় নিয়োজিত করছে। কারণ শিশু-কিশোরদের দ্বারাই বর্তমানে বড় বড় চোরাকারবারীরা জমজমাট ব্যবসা রেখেছে অব্যাহত। শিশুরা সাধারণত আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার লোকদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। সীমান্তবর্তী অঞ্চলে শিশু চোরাকারবারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে আশংকাজনক হারে। সরকার যেখানে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেছে। সেখানে শিশুদের আজ বেছে নিতে হচ্ছে অবৈধ চোরাচালানী ব্যবসা। একমাত্র অভিভাবকদের অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতার কারণে তারা তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে অনীহা প্রকাশ করেছে। তাছাড়া অধিকাংশ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অযোগ্য শিক্ষক দ্বারা শিক্ষাদান করা হচ্ছে। যোগ্য শিক্ষকদের নিয়োগ দেয়া হয় না মেধানুসারে। যখনই প্রাথমিক শিক্ষকদের নিয়োগ দেয়া হয় তখনই সম্পূর্ণ রেফারেন্স ও দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকেই শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়। মেধা অনুসারে শিক্ষক নিয়োগ না দেয়ায় ছাত্র/ছাত্রীরা প্রকৃত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রয়েছে দীর্ঘদিন থেকে। ফলে অভিভাবকরা ভালো লেখাপড়া বলতে বর্তমানে কিন্ডারগার্ডেন বা প্রি-ক্যাডেট স্কুলগুলোকেই বোঝাচ্ছে। অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের প্রি-ক্যাডেট স্কুলেই ভর্তি করছে বেশী। তাছাড়া অনেক বিদ্যালয়ে ছাত্র/ছাত্রীদের উপস্থিতি খুবই বেশী। কিন্তু শিক্ষক স্বল্পতার কারণে ব্যাহত হচ্ছে শিক্ষা। বর্তমানে ছাত্র/ছাত্রীদের স্কুলে উপস্থিতি বাড়াতে মাত্র ৩টি ইউনিয়নে খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে। সরকারী নিয়মানুযায়ী প্রতি ৫০ জন ছাত্র/ছাত্রীর জন্য ১ জন শিক্ষক বরাদ্দ রয়েছে। অথচ অধিকাংশ স্কুলে তা হচ্ছে না বাস্তবায়ন। ফলে এ অঞ্চলে শিক্ষার মান খুবই নিম্নগামী। এ ব্যাপারে সরকারের উচ্চপর্যায়ের হস্তক্ষেপ জরুরী।